দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 25 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

011

শিক্ষাঙ্গন

কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে জটিলতা

বাংলাদেশে অন্যান্য শিক্ষা ক্ষেত্রের চেয়ে কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে অনাহুত জটিলতার কারণেই কারিগরি শিক্ষা পিছিয়ে রয়েছে আজও। এদেশে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। এর পরও অন্যান্য বিভাগের চেয়ে 'স্থাপত্য কৌশল' বিভাগে আসনসংখ্যা খুবই কম। প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তির উজ্জ্বল নিদর্শন বহনকারী এ দেশটিতে শুধুমাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠানে ১৫০টি আসন রয়েছে। ১০ কোটি লোকের মধ্যে বুয়েট-এ ৫ বছর মেয়াদী ব্যাচেলর কোর্স এবং ঢাকা ও একমাত্র মহিলা পলিটেকনিকে ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স। সেশন জটের কারণে ডিপ্লোমা ছাত্রদের শিক্ষাবর্ষ শেষ হতে সময় নেয় ৬ বছর। তার পরও সেখানে থেকে যায় জটিলতা। ডিপ্লোমা ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য রয়েছে বিআইটি (পুরনো ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ) এখানে পুরকৌশলের ছাত্ররা পুর প্রকৌশলে, বিদ্যুৎ কৌশল ও পরমাণু কৌশল-এর ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যুৎ কৌশলে, শক্তি কৌশল ও যন্ত্র কৌশল-এর ছাত্র-ছাত্রীরা যন্ত্রকৌশলে উচ্চ শিক্ষা (বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং) গ্রহণের সুযোগ পায়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, মূল্যবান ৬ বছর ব্যয় করেও ডিপ্লোমা কোর্স শেষ করে শুধুমাত্র স্থাপত্য কৌশল ও ডিপ্লোমাধারীরাই অজ্ঞাত কারণে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় এবং সরকারী চাকরি ক্ষেত্রেও স্থাপত্য ডিপ্লোমাধারীদের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট 'স্কেল ও পদবী' নেই। অন্যান্য কৌশলে ডিপ্লোমাধারীরা 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী' পদবীতে চাকরি পেয়ে থাকেন। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, সমান যোগ্যতা এবং মেধা থাকা সত্ত্বেও স্থাপত্যে ডিপ্লোমাধারীদেরকে ড্রাফটম্যানশীপ পাস করা ব্যক্তিদের সাথে 'ড্রাফটম্যানের পদবী'তে নিয়োগ করা হয়। একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচার না করে স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের শিকার আজ স্থাপত্যে ডিপ্লোমাধারী ছাত্র-ছাত্রীরা।

এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বাকাশিবো) ১৯৮২-৮৩ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত স্থাপত্যের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে একটি বিশেষ নিয়মের অধীনে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দিয়ে আসছে। যারা এই বিশেষ পদ্ধতিতে ডিপ্লোমা কোর্স স্থাপনের পর একটি শিক্ষাবর্ষ অধিক পড়াশুনা করে পরবর্তী ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বাকাশিবোর অধীনে পরীক্ষায় পুনঃ উত্তীর্ণ হতো তাদেরকে আরও একটি ডিপ্লোমা (ডাবল ডিপ্লোমা) সার্টিফিকেট প্রদান করা হতো। শুধুমাত্র ডাবল ডিপ্লোমাধারী এসব স্থাপত্যের ছাত্র-ছাত্রীরাই পুরকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পেত। এতে করে একই সাথে পাস করা অন্যান্য কৌশলের ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে স্থাপত্যের ছাত্র-ছাত্রীরা একটি শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে থাকতো এবং তাদের স্থাপত্যের মূল শিক্ষাগত কাঠামো ব্যাহত হতো। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে কারিগরি শিক্ষাবোর্ড এই শেষ সুযোগটুকুও কেড়ে নিয়েছে। এই পদ্ধতি বন্ধ হবার পর স্থাপত্য কৌশলের ছাত্র-ছাত্রীদের দাবীর প্রেক্ষিতে উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও তদন্ত কমিটি কর্তৃক বিষয়টি পর্যালোচনা, তদন্ত এবং পরিশেষে একটি নতুন সিলেবাস/পাঠ্যক্রম প্রণীত হয় ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখে। অতঃপর জাতীয় কারিকুলাম বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের পর ঢাকা পলিটেকনিক ও মহিলা পলিটেকনিক-এ স্থাপত্য কৌশলে এই নতুন পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে পড়াশোনা হচ্ছে। অত্যন্ত জটিল, অতিরিক্ত বিষয়সম্বলিত উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রথম বর্ষ থেকেই ঐচ্ছিক বিষয় পড়ানো এবং অধিক নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেও অদ্যাবধি স্থাপত্যের ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে অনুমোদন পাচ্ছে না। ঢাকা বিআইটিতে আজও 'স্থাপত্য কৌশলের' অনুষদ খোলা হয়নি। স্বভাবতঃই এখন স্থাপত্য কৌশলের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, একই শিক্ষা বোর্ডের অধীন একই ইনস্টিটিউট থেকে পাস করেও কেন সবাই উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সম-অধিকার পাবে না? কেন তারা চাকরি ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাবে না?

উর্ধ্বতন ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ অচিরেই স্থাপত্যে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে বিধিসম্মত ব্যবস্থা প্রণয়ন করবেন— এটাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যাশা।

—মোঃ নজরুল ইসলাম